তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর :  ১৭০৯

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় আজ পর্যন্ত ১ লাখ ৫৩ হাজার ২১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৮৫ কোটি ১৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

 রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৯৬৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৬৬০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৫০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশের ৩৬টি পরীক্ষাগারে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ হাজার ৭৭৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২১ লাখ ২১ হাজার ২৮৫টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৭ লাখ ১০ হাজার ৮১৪টি এবং মজুত আছে ৪ লাখ ১০ হাজার ৪৭১টি।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬১৫টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩০ হাজার ৯৫৫ জনকে।

#

তাসমীন/রিফাত/সাবিনা/আব্বাস/২০২০/২০১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৭০৮

**জামালপুরে পিসিআর ল্যাবের উদ্বোধন করলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

 জামালপুরে সহজে ও দ্রুত করোনা শনাক্তের জন্য আরটি পিসিআর ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করা হয়েছে । আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এমপি ফিতা কেটে এ ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করেন।

 উদ্বোধনের পর তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদ মির্জা আজম ল্যাবের ভেতরে কক্ষগুলো ঘুরে দেখেন। তাঁরা এ সময় সেখানে নিয়োজিত চিকিৎসক ও মেডিকেল টেকনোলজিস্টের সঙ্গে করোনা নমুনা পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

 জামালপুরের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের নির্মাণাধীন একটি ভবনের নিচতলায় ল্যাবের যাত্রা শুরু হলো। শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক এ কে এম মুসার তত্ত্বাবধানে সেখানে কারোনাভাইরাস শনাক্তের কাজ চলবে। তবে নমুনা পরীক্ষা শুরু করতে আরও দুই দিন লাগবে।

 জামালপুরের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি আরটি পিসিআর ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের একটি নবনির্মিত ভবনের নিচতলা প্রস্তুত করা হয়। সব যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে মাত্র ১০ দিন সময় লাগে। গত সোমবার সব প্রস্তুতি শেষ হয়।

 স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। তাই একসঙ্গে অনেক মানুষের নমুনা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ফলে জেলাবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জামালপুর-৩ আসনের সাংসদ মির্জা আজম ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী মো. মুরাদ হাসানের চেষ্টায় এই ল্যাব স্থাপিত হয়।

 এ ব্যাপারে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক এ কে এম মুসা প্রথম আলোকে বলেন, আগামী দুই দিনের মধ্যেই করোনার নমুনা পরীক্ষা জামালপুরেই করা যাবে। সব কাজ শেষ। এই ল্যাবে প্রতি ছয় ঘণ্টায় ৯৪টি নমুনা পরীক্ষা করা যাবে। ল্যাবে ৬ জন চিকিৎসক ও ৬ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কাজ করবেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অনেকেই কাজ করবেন। এগুলোর ফলাফল জেলার সিভিল সার্জন ও সরকারের আইইডিসিআরসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হবে।

 আরটি পিসিআর ল্যাবরেটরি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ) আসনের সাংসদ মির্জা আজম। অনুষ্ঠানে জামালপুর-৫ (সদর) আসনের সাংসদ মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন, জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনের সাংসদ ফরিদুল হক খান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, জামালপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হক, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ চৌধুরী, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এস এম সালেহ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ, জামালপুর পৌরসভার মেয়র মির্জা সাখাওয়াতুল আলম, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের প্রকল্প পরিচালক মোঃ মোশায়ের উল ইসলাম ও জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছানোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহবুবুর/রিফাত/সাবিনা/আব্বাস/২০২০/১৯৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৭০৭

**রংপুর অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নির্মাণের কাজ অতিদ্রুত সম্পন্ন করতে হবে**

 ----জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, রংপুর অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নির্মাণের কাজ অতিদ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সমানুপাতিকহারে শিল্পের প্রসারের জন্য ঐ অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ জরুরি।

 প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ‘পেট্রোবাংলা, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড, রূপান্তরিত প্রকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড ও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পাথরের পিএসআই অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। সরবরাহ চ্যানেল ভালো করা গেলে সারা দেশেই উন্নতমানের এ পাথরের চাহিদা বাড়বে। পাথর উত্তোলন ও সরবরাহের দিকে বিশেষ জোর দিতে হবে।

 আলোচনাকালে দপ্তর ও কোম্পানিসমূহের প্রধানগণ গ্যাস সঞ্চালন সিস্টেম, গৃহীত প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন।

 ভার্চুয়াল এ সভায় এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আনিছুর রহমান, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এ বি এম আবদুল ফাত্তাহ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক এ কে মহিউদ্দিন, রূপান্তরিত প্রকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ কামরুজ্জামান, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ আতিকুজ্জামান, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড ও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবি এম কামরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/রিফাত/সাবিনা/আব্বাস/২০২০/২০০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৭০৬

**দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে**

**---শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

 করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ আছে বলে জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন সরকারের মানবিক ত্রাণ সহায়তা কর্মসূচি চলমান থাকবে।

 আজ রাজধানীর মিরপুরের অসহায় দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা পরিচালনার জন্য কাফরুল থানাকে ৩শ' ব্যাগ খাদ্য প্রদানকালে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আসন্ন ঈদুল ফিতরে আয়-রোজগারহীন অসহায় মানুষ যাতে আনন্দের সাথে ঈদ উদযাপন করতে পারে সেজন্য তাদেরকে বিশেষ উপহারসামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সরকার সার্বক্ষণিকভাবে তৎপর রয়েছে। অর্থনীতির সকল খাতের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এরইমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রণোদনার অর্থের কোনো প্রকার অনিয়ম-দুর্নীতি যাতে না হয়, সে বিষয়ে শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ সময় সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

 পরে, শিল্প প্রতিমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ সেলিমুজ্জামানের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের ৩শ' ব্যাগ হস্তান্তর করা হয়।

#

মাসুম/রিফাত/সাবিনা/আব্বাস/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর :  ১৭০৫

**উজবেকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সাথে বাণিজ্যমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স**

**সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, উজবেকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ আগ্রহী। বাণিজ্য ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা থাকলেও উভয় দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে দু’দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে জটিলতা চিহ্নিত করে তা সমাধান করা সম্ভব। এতে করে উভয় দেশের মধ্যে বিপুল বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

 গত ৮ মে নয়াদিল্লীতে অবস্থিত বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের উদ্যোগে উজবেকিস্তানের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফরেন ট্রেড মিনিস্টার সারদোর উমর জাকোভের সাথে এক ভিডিও কনফারেন্সে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এসব কথা বলেন। এ ভিডিও কনফারেন্সে উভয় দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, চলমান বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন এবং উজবেকিস্তানে টেক্সটাইল খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের টেক্সটাইল সেক্টরের বিশেষজ্ঞদের উজবেকিস্তানকে সহায়তা প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির জন্য একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

 বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী গোলাম দস্তুগীর গাজী এ ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন। উজবেকিস্তানের ফরেন মিনিস্ট্রির ফাস্ট ডেপুটি মিনিস্টার ফারহদ আর্জিভ, ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফরেন ট্রেড মিনিস্ট্রির ফাস্ট ডেপুটি মিনিস্টার লাজিজ কুদ্রাতোভ এবং উজবেকিস্তান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি এ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ইলখোম খাইদারোভও এ ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন।

#

বকসী/রিফাত/সাবিনা/আব্বাস/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৭০৪

**সম্মুখযোদ্ধা গণমাধ্যমকর্মীদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী দিন**

**---প্রতিষ্ঠানমালিকদের তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

 করোনার সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে গণমাধ্যমকর্মীদের কাজে পাঠানোর আগে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসুরক্ষাসামগ্রী দেবার জন্য প্রতিষ্ঠানমালিকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহবান জানান।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'সাংবাদিকরা করোনা মোকাবিলায় সম্মুখযোদ্ধা। প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, গণমাধ্যমকর্মীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষাসামগ্রী দিয়ে তারপর কাজে পাঠান । তা না করা হলে করোনায় আক্রান্তের সুযোগ থাকে।

 মন্ত্রী এ সময় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে চিকিৎসক-নার্স, পুলিশ, সেনাবাহিনী, গণমাধ্যমকর্মী  ও দায়িত্বপালনরত সকলকে অভিনন্দন জানান এবং সম্প্রতি প্রয়াত তিন সাংবাদিকের আত্মার শান্তি কামনা ও করোনায় আক্রান্ত প্রায় একশ' সাংবাদিকের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করেন।

 তথ্যমন্ত্রী আরো জানান, সকল গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বিএসএমএমইউ'তে করোনা টেস্টে 'ফাস্ট ট্রাক' বা অগ্রাধিকার সুবিধার জন্য তিনি যে অনুরোধ করেছিলেন, বিএসএমএমইউ তা কার্যকর করেছে। গণমাধ্যমকর্মীদের করোনা চিকিৎসায় শয্যা সংরক্ষণে সাংবাদিকদের অনুরোধে অন্য একটি হাসপাতালেও কথা বলবেন বলে জানান মন্ত্রী ড. হাছান।

 ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু'র সঞ্চালনায় আয়োজিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন -বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, জাতীয় প্রেসক্লাব সভাপতি সাইফুল আলম প্রমুখ। এসময় কয়েকজন ডিইউজে সদস্যদের হাতে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর করেন তথ্যমন্ত্রী।

 এ সময় তথ্যমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বিএনপি হয়তো বলতে পারে করোনাভাইরাসের জন্যও সরকার দায়ী। ডিইউজে সভার পর সাংবাদিকরা 'করোনায় প্রত্যেক মৃত্যুর জন্য সরকার দায়ী' বিএনপি'র এ মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'আমি অপেক্ষায় আছি, বিএনপি নেতারা কখন বলবেন যে, করোনা ভাইরাসের জন্যও সরকার দায়ী!'

 মন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্ব আজ করোনায় থমকে গেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় তারা প্রাণহানি ঠেকাতে পারছে না। বিশ্বে এ প্রাদুর্ভাব দেখার সাথেসাথেই আমাদের সরকার নানা ব্যবস্থা নেয়ায় অনেক উন্নত ও প্রতিবেশী দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থা ভালো আছে। কিন্তু তাই বলে আমরা বসে নেই, যেকোনো পরিস্থিতি হতে পারে, তা মাথায় রেখেই সরকার সমস্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে।

 প্রকৃতপক্ষে, দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে সরকারি সহায়তার আওতায় আনা, মানুষের জীবনরক্ষায় নানা কর্মতৎপরতা চালানো - সরকারের এ সকল কর্মকাণ্ডে দিশেহারা হয়ে বিএনপি কিছু ফটোসেশন করছে এবং সেখানে নানা কথাবার্তা বলে সরকারের কাজগুলোকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে, বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান। আসলে রুহুল কবির রিজভী আহমেদসহ অনেক বিএনপি নেতাদের কথা শুনে সেগুলো উদভ্রান্তের প্রলাপের মতোই মনে হয়' মন্তব্য করেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

#

আকরাম/রিফাত/সাবিনা/আব্বাস/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৭০৩

**সরকারি অফিসে স্বাস্থ্যবিধি পালনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ১৩ নির্দেশনা**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস এর ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সকল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে
কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি পালন সংক্রান্ত ১৩টি জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। গতকাল মন্ত্রণালয়ের মিডিয়া সেল থেকে এ তথ্য জানানো হয়। নির্দেশনাগুলি নিম্নরূপ :

* প্রয়োজনীয় সংখ্যক জীবাণুমুক্তকরণ ট্যানেল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।
* অফিস চালু করার পূর্বে অবশ্যই প্রতিটি অফিস কক্ষ, আঙ্গিনা এবং রাস্তাঘাট জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
* প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রবেশ পথে থার্মাল স্ক্যানার বা থার্মোমিটার দিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিসে প্রবেশ করাতে হবে।
* অফিস পরিবহনসমূহ অবশ্যই শতভাগ জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। যানবাহনে বসার সময় পারস্পারিক ন্যূনতম তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং সকলকে সার্জিক্যাল মাস্ক অথবা তিন স্তরবিশিষ্ট কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
* সার্জিক্যাল মাস্ক শুধু একবার ব্যবহার করা যাবে। কাপড়ের মাস্ক সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে।
* যাত্রার পূর্বে এবং যাত্রাকালীন পথে বারবার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।
* খাওয়ার সময় ন্যূনতম তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
* প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পরে সাবান দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে।
* অফিসসমূহে কাজ করার সময় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
* কর্মস্থলে সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে।
* কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের করোনা প্রতিরোধে বিভিন্ন সাধারণ নির্দেশনাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত মনে করিয়ে দিতে হবে এবং তারা স্বাস্থ্যবিধিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে। ভিজিলেন্স টিম এর মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
* দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
* কোন কর্মচারীকে অসুস্থ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আইসোলেশন বা কোয়ারেন্টিনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

#

মাইদুল/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৭০২

**সব হাসপাতালে সাধারণ রোগীর চিকিৎসা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

 চলমান করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে দেশের সকল হাসপাতালকে নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। গতকাল মন্ত্রণালয়ের মিডিয়া সেল থেকে এ সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশনার কথা জানানো হয়। নির্দেশনাগুলো হচ্ছে -

* সকল বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সন্দেহভাজন কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে।
* চিকিৎসা সুবিধা থাকা সত্ত্বেও জরুরি চিকিৎসার জন্য আগত কোন রোগীকে ফেরত দেয়া যাবে না। রেফার করতে হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ‘কোভিড হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের’ সাথে যোগাযোগ করে রোগীর চিকিৎসার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে রেফার করতে হবে।
* দীর্ঘদিন ধরে যেসকল রোগী কিডনি ডায়ালিসিসসহ বিভিন্ন চিকিৎসা গ্রহণ করছেন তারা কোভিড আক্রান্ত না হয়ে থাকলে তাদের চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে হবে।

 দেশের কোন সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে উল্লিখিত নির্দেশনা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধান অনুসারে লাইসেন্স বাতিলসহ প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছে মিডিয়া সেল।

#

মাইদুল/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৭০১

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতিগ্রস্তদের ঋণ বিতরণে**

**স্থানীয় কৃষিঋণ কমিটিকে সম্পৃক্ত করার অনুরোধ**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

 করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক চাষি, খামারি এবং উদ্যোক্তাদের আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় ঋণ বিতরণে জেলা ও উপজেলায় বিদ্যমান কৃষিঋণ কমিটিকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

 গত রবিবার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি পত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর বরাবর পাঠানো হয়েছে।

 কৃষিখাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত পাঁচ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পত্রে বলা হয়েছে। ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সংযুক্ত করা হলে প্রান্তিক খামারিরা উপকৃত হবে এবং এ কর্মসূচি সফল হবে বলেও জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

 ঋণ বিতরণে জটিলতা এড়িয়ে প্রকৃত চাষি, খামারি ও উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করতে স্থানীয় কৃষিঋণ কমিটিকে সম্পৃক্ত করার এ উদ্যোগ নিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৭০০

**বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে দৈনিক দুই হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

 করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-এর আওতাধীন শিল্পনগরীগুলোর চাল উৎপাদনকারী ইউনিটসমূহে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে এসব শিল্পনগরীতে দৈনিক গড়ে এক হাজার ৯০০ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে।

 বিসিক শিল্পনগরীসূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সারাদেশে বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে ১৩টি শিল্পনগরীতে চাল উৎপাদিত হচ্ছে। করোনা সংকটকালে দেশের অভ্যন্তরীণ চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে এগুলোতে উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়েছে। বিসিক শিল্পনগরী পাবনায় দৈনিক ৬০০ মেট্রিক টন, রাজশাহীতে দৈনিক ৫৫০, দিনাজপুরে ৪০০, নওগাঁতে ১২০, খুলনায় ১০৩, কুড়িগ্রামে ২৭,  কক্সবাজারে ২৫, জামালপুরে ২৩, গাইবান্ধায় ২০, শেরপুরে  ১৮, রাজবাড়ীতে নয়, গোপালগঞ্জে তিন এবং বাগেরহাটে দুই মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে।

 এর মধ্যে পাবনা বিসিক শিল্পনগরীতে ৩৯টি রাইস মিল রয়েছে। মিলগুলোতে দৈনিক ৬০০ মেট্রিক টন উৎপাদিত হচ্ছে, যার বাজার মূল্য দুই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা। শিল্পনগরীর বিভিন্ন রাইস মিলে উৎপাদিত চাল রাজশাহী, রংপুর ও ঢাকা বিভাগসহ সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

 খুলনার বিসিক শিল্পনগরীতে ছয়টি প্রয়োজনীয় ভিটামিনসমৃদ্ধ টানেল ভিটামিন চাল ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের ফুড ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রাম (এফএফপি), সরকারের ত্রাণের চালসহ উন্নতমানের চাল উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। উৎপাদিত এ চাল খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোরসহ ৩০টি জেলায় সরবারাহ হচ্ছে।

 বর্তমান বোরো মৌসুমে ধান সংগ্রহ চলছে। ধান সংগ্রহ শেষ হলে চাল কলগুলোতে উৎপাদন আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়।

#

জলিল/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১৬৯৯

**ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার**

ঢাকা, ২৯ বৈশাখ (১২ মে) :

 করোনা ভাইরাসের মতো দুর্যোগে সারা দেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার।

 ৬৪টি জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১১ মে পর্যন্ত সারাদেশে ত্রাণ হিসেবে চাল বরাদ্দ করা হয়েছে এক লাখ ৫৩ হাজার ২১৭ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ১৫ হাজার ৩৩ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী এক কোটি পরিবারের প্রায় সাড়ে চার কোটির বেশি মানুষ।

 ত্রাণ হিসেবে নগদ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে নগদ বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৪ কোটি এবং বিতরণ করা হয়েছে ৫২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৫২৩ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৫৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ১১৫ টি এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ জন। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ প্রায় ১৬ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১৩ কোটি ১০ লাখ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা চার লাখ এবং লোক সংখ্যা প্রায় আট লাখ।

#

সেলিম/আসাদ/আসমা/২০২০/১১৪৫ ঘণ্টা